বিশ্রামবারে সুস্থতাদান

মার্ক ৩:১-৭

গত সপ্তাহে আমরা বিশ্রামবারের উৎপত্তি এবং অর্থ সম্বন্ধে শিখেছি। সেখানে আমরা দেখেছি যে বিশ্রামবারের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি, কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে ঈশ্বর, বিশ্রামবার সৃষ্টি করেছিলেন। তাই, বিশ্রামবার মানুষের কাছে আশীর্বাদ, বোঝা (ভার) নয়। কিন্তু মানুষের পাপপূর্ণ হৃদয়, বিশ্রামবারের পিছনে ঈশ্বরের হৃদয়ের ভালোবাসা দেখতে অক্ষম হয়েছে। ঐদিনের জন্য নিজেদের মনগড়া নিয়ম পালনের দ্বারা আত্ম-ধার্মিকতা লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। আত্ম-ধার্মিকতাকামী পাপী মানুষের হৃদয় এতখানি মলিন ছিল যে, বিশ্রামবারে অসুস্থকে সুস্থ করার ন্যায় বিশ্রামবারের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত কাজেরও সমালোচনা করতে তারা পিছপা হয়নি।

আজও একইভাবে আমরা একই ভুল করতে পারি। প্রভুর দিনে, প্রভুর আরাধনা করতে আসাকে আমাদের আত্ম-ধার্মিকতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে চিন্তা করে। গতানুগতিকতা বা নিয়মরক্ষার জন্য কয়েকটি কাজ করতে পারি। আমরা প্রভুর দিনের জন্য আমাদের নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন নিয়ম তৈরি করতে পারি, এবং সেইসকল নিয়মের প্রতি এতখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়ি যে, এই দিনের আশীর্বাদ থেকে নিজেরা, নিজেদের বঞ্চি ত করি। আপনি কি আজ তাঁর আশীর্বাদ পেতে তাঁর কাছে এসেছেন? ঝরণা থেকে জল সংগ্রহ করতে হলে, শূন্য কলসীর প্রয়োজন। আজ কি আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিতে আপনার শূন্য হৃদয় এনেছেন?

যীশু কিন্তু তৎকালীন ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে, মানুষের ধর্মীয় পরম্পরাকে মেনে নেননি। কিন্তু তিনি ঠিক তার বিপরীত কাজ করেছিলেন। ধর্ম পালনের নামে ঈশ্বরের নাম ও ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিতে তিনি রাজী ছিলেন না। তাই, তিনি তাঁর কাজের দ্বারা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে নয়, কিন্তু মানুষের সেবায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর সুন্দর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। যেন সে তাঁর সুন্দর সৃষ্টি উপভোগ করে, তাতেই ঈশ্বরের গৌরব। কিন্তু মানুষ আমরা, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করে মানুষের মধ্যে বিভেদ, হিংসা, দলাদলি সৃষ্টি করেছি। ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চি ত করার জন্য মানুষের উপর বিভিন্ন নিয়ম পালনের বোঝা চাপিয়েছি। যীশু এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলস্বরূপ, ধর্মীয় নেতাদের শ্যেনদৃষ্টি তাঁর প্রতি পড়ে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করতে শুরু করে। ২:৫-৭ পদে যীশুর পাপ ক্ষমা ক্ষমতার বিষয় প্রশ্ন করে; ২:১৫-১৬ পদে পাপী ও করগ্রাহীদের সঙ্গে ভোজনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করে; ২:১৮ পদে উপবাস না করার জন্য তাঁদের ছোট করে; ২:২৩-২৪ পদে বিশ্রামবারে শীষ ছিঁড়ে খাওয়ার প্রতিবাদ করে;৩:১-২ পদে বিশ্রামবারে সুস্থতাদানেরও সমালোচনা করে।

ক। বিশ্রামবারে যীশু ঈশ্বরের আরাধনায় সমাজগৃহে যেতেন (১ পদ)

ইহুদি পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করে যীশু ঈশ্বরের গৌরবার্থে ইহুদি ধর্মীয় প্রথা পালন করেছেন। তাই, বিশ্রামবারে আমরা তাঁকে সর্বদা সমাজগৃহে উপাসনায় যোগ দিতে দেখেছি (লুক ৪:১৬;মার্ক ১:২১;লুক ৬:৬)। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে, ঈশ্বরের গৌরবার্থে তা তিনি করেছেন। কেবল ধর্মীয় নিয়ম রক্ষার জন্য নয়। সেখানে একজন ছিল যার ডান হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। যীশু তথাকথিত মানুষের নিয়ম ভেঙ্গে সেই অসুস্থকে সুস্থ করতে দ্বিধাবোধ করলেন না।

খ। ধর্মীয় নেতারাও বিশ্রামবারে সমাজগৃহে যেতেন (২ পদ; লুক ৬:৭ পদ)

সমাজগৃহে তাদের উপস্থিতি, ঈশ্বর আরাধনার জন্য নয়। কিন্তু দর্শকের ভূমিকায় অথবা যীশুর দোষ খোঁজার আশায়। তারা দেখতে চাইল মানবপ্রেমিক যীশু সেই অসুস্থকে সুস্থ করেন, না কি তাদের ভয়ে তাদের ন্যায় বিশ্রামবার পালন করেন। যদি তিনি সুস্থ করেন, তা হলে তারা তাঁকে বিশ্রামবার লঙঘনের দায়ে ফেলবে। ধর্মীয় অন্ধত্ব এদের এতখানি গ্রাস করেছিল যে, তারা মানুষকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

পশুর থেকেও নিকৃষ্ট জীব হিসাবে মনে করত। কারণ, তাদের চিন্তায় বিশ্রামবারে পশুকে রক্ষা করা বিধেয়, কিন্তু মানুষকে নয় (মথি ১২:১১-১২)।

গ। যীশু ধর্মীয় নেতাদের মনোভাব উপলব্ধি করলেন (৩, ৪ পদ)

অন্তর্যামিনী ঈশ্বর তাদের অভিসন্ধি উপলব্ধি করলেন। সমস্যা এড়িয়ে যেতে চাইলেন না, কিন্তু একদিকে অসুস্থ ব্যক্তিটির প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পৌঁছে দিতে, এবং অন্যদিকে, ধর্মীয় নেতাদের সত্য শিক্ষা দিতে এগিয়ে গেলেন। অসুস্থ ব্যক্তিকে সকলের সামনে উপস্থিত করলেন, যাতে সমবেত মানুষেরা উপলব্ধি করে যে, (১) একটি মেষের থেকে মানুষের মূল্য অনেক বেশি; (২) অসুস্থ মানুষটিকে আরও একটি দিন কষ্টভোগ করতে দেওয়া কতখানি অমানুষিক কাজ। এরপর, যীশু সমবেত জনতার কাছে একটি প্রশ্ন রাখলেন, বিশ্রামবারে কী করা উচিত-ভালো কাজ না মন্দ কাজ;প্রাণরক্ষা না প্রাণহানি? এবারেও তারা নীরব থাকল, তাদের নির্দয় মনোভাব মানুষের কাছে গোপন রাখতে চাইল।

ঘ। যীশু তাকে সুস্থ করলেন (৫ পদ)

পরিস্থিতির চাপে পড়ে হার মানা নয় বা অন্যায়ের সঙ্গে আপোসও নয়, যীশু সত্যের পক্ষে, ঈশ্বরের গৌরবার্থে, মানুষের কষ্টে তাঁর সেবার হস্ত বাড়িয়ে দিলেন। অসুস্থ ব্যক্তিকে তার শুকনো হাত যীশুর প্রতি বাড়িয়ে দিতে বললেন। লোকটি অবিশ্বাসে তাঁকে উপহাস করতে পারত। "হাত যদি তুলতেই পারতাম, আপনার কাছে আসতাম না।" কিন্তু সে যীশুকে বিশ্বাস করে সুস্থ হল। আজও ঠিক একইভাবে, আমরা যীশুকে বিশ্বাসের দ্বারা আশীর্বাদ পেতে পারি।

অন্যদিকে, ধর্মীয় নেতাদের নির্দয় হৃদয়, পাশবিক চিন্তা, ঈশ্বরের মিথ্যা আরাধনা ও কপটতা যীশুকে রাগিয়ে দিল। যদিও এই রাগ তাঁর সাময়িক ছিল এবং এর দ্বারা তিনি পাপ করেননি। আজ আপনি কি তাঁর আশীর্বদের পাত্র, না কি তাঁর ক্রোধের পাত্র?

ঙ। প্রতিক্রিয়া (৬-৭ পদ)

ধর্মীয় নেতাদের পক্ষে বিশ্রামবারে উপযোগী (?) কাজ, যীশুর প্রাণহানির জন্য তারা ষড়যন্ত্র শুরু করল। কিন্তু যীশু তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নয়, কিন্তু মানুষের সেবায় ঈশ্বরের গৌরবার্থে তাঁর কাজ অব্যাহত রাখলেন।